EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনার বক্তব্য
বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা
মেডিসিন হালনাগাদকরণ সম্মেলন
২৮শে ডিসেম্বর, ২০১২

অধ্যাপক ড. এ.এফ.এম. রুহুল হক, মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী।

ড. মাকসুদ চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা (বিএমএএনএ)।

বিএমএএনএ-এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ যারা চমৎকার বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণার্থে তাদের সময় প্রদান এবং তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য বাংলাদেশকে বেছে নিয়েছেন।

সম্মানিত বাংলাদেশী চিকিৎসক এবং চিকিৎসা পেশাজীবীগণ যারা একইভাবে বাংলাদেশ গড়তে তাদের সময় প্রদান এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বাংলাদেশকে বেছে নিয়েছেন।

বাংলাদেশে অনেক বন্ধু এবং সমমনা বিশ্বাসীগণ।

আর এটাই হচেছ ২০১২ সালকে সমাপ্তি টানার উত্তম পন্থা।

এখানে দাঁড়িয়েছি বিধায়, আমি বিভিন্ন ব্যাক্তিদের দেখতে পাচিছ ....যেখানে আছেন ডাক্তার, অন্যান্য চিকিৎসা পেশাজীবী, আমেরিকান, বাংলাদেশী, বাংলাদেশের সকল বন্ধু ... অন্যান্য ব্যাক্তি যাদের আসতে হবে এজন্য নয় বরং যারা চায় তারাই এসেছেন।

বাংলাদেশী জনগণ হচেছ অসাধারণ, সত্যিকার অর্থেই তারা ব্যাতিক্রমধর্মী।

গত বছরের নভেম্বর মাসে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের কাছে পরিচয় পত্র পেশ করার সময় যেমনটি আমি বলেছিলাম - এই বিশ্বের অন্য কোন জনগণের কথা আমার জানা নাই যারা বাংলাদেশের জনগণের মত কর্মঠ, প্রাণচঞ্চল, সৃষ্টিশীল, উদার এবং কষ্টসহিষ্ণু। আমি বাংলাদেশের যেখানেই যাই না কেন সেটা কোন বিষয় নয়। আমার স্ত্রী এবং আমি বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার প্রত্যেকটি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে অনেক দুর গিয়েছি। এদেশের যেখানেই আমি গিয়েছি সেখানেই তাদের ইতিবাচক মানষিকাত দেখতে পেয়েছি; কেননা তারা এক নতুন বাংলাদেশ, মধ্য আয়ের বাংলাদেশ, সোনার বাংলা গড়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। আমি অত্যন্ত খুশি যে একই প্রকার এসব চমৎকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট বাংলাদেশী আমেরিকান সম্প্রদায়ের মাঝেও ভালভাবেই বিদ্যমান। কর্মঠ, প্রাণচঞ্চল, সৃষ্টিশীল, উদার এবং কষ্টসহিষ্ণু এসব বাংলাদেশী আমেরিকান বিএমএএন-এর ব্যানারে নিয়মিত বাংলাদেশে আসেন

যাতে করে তারা তাদের আদি জন্মস্থানকে কিছু ফিরিয়ে দিতে পারেন। আর তারা তা অত্যন্ত উদারভাবেই দিয়ে থাকেন।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশী চিকিৎসা পেশাজীবীদের সাথে অংশীদারিত্বে বিএমএএনএ বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা উন্নতির জন্য ডাক্তার এবং নার্সদের জন্য নিয়মিতভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। বিশেষতঃ বিএমএএনএ তাদের বাংলাদেশী প্রতিপক্ষের সাথে অংশীদারিত্বে এদেশে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি এবং অন্যান্য চিকিৎসা অগ্রগতি চালু করে থাকে। বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্বে বিএমএএনএ বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ এবং নার্সিং পাঠ্যসূচী পূনরায় জোরদারে সহায়তা প্রদান করে থাকে। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, বাংলাদেশের জনগণকে সম্ভাব্য সবচেয়ে ভাল স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সহায়তা করতে বিএমএএনএ কঠোর পরিশ্রম করছে।

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিএমএএনএ সদস্যারা হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান, ইমারজেন্সি রুম ইকুইপমেন্ট প্রস্তুতিতে সহায়তা করা এবং অটোমেটেড এক্সটার্ণাল ডেফিব্রিলেটরস বা এইডিস অনুদানের জন্য বাংলাদেশী হাসপাতাল ও মেডিকেল স্কুল গুলোতে বার বার গিয়েছে। তারা ক্যান্সার, কার্ডিয়াক সমস্যা, শিশুরোগ কনসার্নস এবং আরো অনেক রোগে ভুগছে এমন রোগীদের সেবা প্রদানে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছে।

বাংলাদেশে বিএমএএনএ-এর কাজের এদেশে আমাদের দাপ্তরিক উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচীর সাথে মিল রয়েছে। বাংলাদেশ প্রেসিডেন্ট ওবামার বৈশ্বিক স্বাস্থ্য উদ্যোগ (গ্লোবাল হেলথ ইনিশিয়েটিভ)-এর অন্যতম সুবিধাভোগী দেশ। এই বৈশ্বিক স্বাস্থ্য উদ্যোগের লক্ষ্য হচেছ প্রতিষেধক করণে শিশু মৃত্যুর পরিসমাপ্তি এবং এইডস-মুক্ত বংশধর নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের সাথে আমাদের স্বাস্থ্য অংশীদারিত্ব মাতৃত্ব মৃত্যু কমিয়ে আনতে, পাঁচ বছরের কম শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে এবং বাংলাদেশের জনগণকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী পরিবারের আকার নির্ধারণে বাংলাদেশের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জণে ব্যাপক উন্নতি করতে সহায়তা করেছে। আর এভাবেই প্রজনন ক্ষমতা কমিয়ে আনার ফলেই রিপ্লেসমেন্ট লেভেলে বা জনসংখ্যা বৃদ্ধি হবেনা এমন পর্যায়ে চলে আসছে। এসবই উল্লেখযোগ্য অর্জন এবং আমি গর্বিত যে এসকল লক্ষ্যসমূহকে বাস্তবে রূপদান করার ক্ষেত্রে সহায়তার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অংশীদার।

বিশ্বে বাংলাদেশই হচ্ছে একমাত্র দেশ যে প্রেসিডেন্ট ওবামার বৈশ্বিক উদ্যোগের চারটি বিষয়ই অর্ন্তভূক্ত করছে। আর এ বিষয়গুলো হচেছ বৈশ্বিক স্বাস্থ্য উদ্যোগ যা আমি এই মাত্র উল্লেখ করলাম, ফিড দ্যা ফিউচার ইনিশিয়েটিভ যা বাংলাদেশকে খাদ্য নিরাপদ করতে সহযোগিতা করছে, গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ, এবং মুসলিম আউটরিচ ইনিশিয়েটিভ যা বিশ্বব্যাপী মুসলিম কমিউনিটির সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধন জোরদার করবে। অন্যান্য উদ্যোগ এবং এসব উদ্যোগের ফলাফল হিসেবে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচী বছরে ২০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশী বিনিয়োগ করেছে যা আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের বাইরে এশিয়ায় সর্ববৃহৎ।

আমি বাংলাদেশের সাথে আমাদের উন্নয়ন অংশীদারিত্বে গর্বিত। তবে তা শুধু সত্য এজন্য যে আমাদের দু'টি দেশের জোরালো সম্পর্কের অংশ। বাংলাদেশী রপ্তানী পণ্যের জন্য সর্ববৃহৎ বাজার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ বিনিয়োগকারী, বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রার উৎস হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। আর অবশ্যই সমৃদ্ধি, বর্ধিতহারে প্রভাবশালী বাংলাদেশী আমেরিকান সম্প্রদায় এবং বাংলাদেশের মধ্যে বেশ কিছু বন্ধন রয়েছে যা বিএমএএনএ-এর বন্ধুদের কাছ থেকে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

রাষ্ট্রদূত হিসেবে আমার লক্ষ্যসমূহের অন্যতম হচ্ছে বাংলাদেশী -আমেরিকান সম্প্রদায় এবং তাদের আদি জন্মস্থান-বাংলাদেশের মধ্যকার বন্ধনকে সম্প্রসারণ ও জোরদার করা। আমি যখন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরতি ভ্রমনে যাই তখন আমি বাংলাদেশী-আমেরিকানদের খুঁজে বেরাই এবং তাদের সাথে সম্পৃক্ত হই। এ পর্যন্ত আমি নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, পোর্টল্যান্ড, ওরিগন এবং লস এঞ্জেলেসে তাদের সাক্ষাৎ পেয়েছি। আগামী ফেব্রুয়ারিতে আমি অধিক সংখ্যক বাংলাদেশী -আমেরিকানদের সাথে মিলিত হতে এবং তাদের বাংলাদেশের সাথে যুক্ত থাকতে উৎসাহিত করতে এবং একটি শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ, সমৃদ্ধিশালী, সমৃদ্ধ, এবং গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ হিসেবে প্রসারে সহায়তা করতে স্যান ফ্রান্সিসকো এবং স্যান জোসেতে যাব। আমি বাংলাদেশী-আমেরিকানদের বিনিয়োগ অথবা জনসেবার মাধ্যমে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে উৎসাহিত করি। নিরাপত্তা ও নিরাপদভাবে বাংলাদেশকে অনুদান প্রদানের জন্য বাংলাদেশী-আমেরিকানদের সহায়তা করতে আমরা একটি পোর্টাল প্রতিষ্ঠা করছি যা বাংলাদেশী - আমেরিকানদের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে অনুদান প্রদান কতে সমর্থ হবে যে তাদের অবদানসমুহ বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণ প্রসারে দায়িত্বের সাথে ব্যয় হবে।

আমি শেষ করছি কেননা এসকল আমেরিকান ও বাংলাদেশী স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দানের জন্য আমি বিএমএএনএ-কে ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করেছিলাম। আমি শক্তিশালী, ইতিবাচক এবং গঠনমূলকভাবে ২০১২ সালকে সমাপ্তি টানতে আমাকে সহায়তার জন্য আমি বিএমএএনএ-কে ধন্যবাদ জানাই।

আমি বিএমএএনএ এবং তাদের বাংলাদেশী প্রতিপক্ষের শুভ কামনা করি কেননা তারা চলতি বছরের শেষ দিনগুলো এবং আগামী নতুন বছরব্যাপী চমৎকার বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণে তাদের অবিশ্বাস্য কাজ অব্যাহত রেখেছে।

আপনাদের ধন্যবাদ।

==========

জিআর/২০১২